এপিবিএন
মোরা নির্ভীক চির দূর্জয়
অপরাজিত
POLICE

1ST RAISING DAY OF THE FIRST WOMEN UNIT OF BANGLADESH POLICE

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২১ আষাঢ় ১৪১৯
০৫ জুলাই ২০১২

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত 'নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন' এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে গত বছর নারী পুলিশ সদস্যদের নিয়ে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি পৃথক নারী এপিবিএন ইউনিট গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে আমাদের নারীরা পুলিশ বাহিনীতে মেধা, মনন ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় ও সুসংহত করেছে। অসহায় নারী-শিশু ও নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং আইন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের নারী পুলিশের ভূমিকা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনেও স্বীকৃতি এবং প্রশংসা লাভ করেছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এই ইউনিট বিমানবন্দরসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, এলাকা এবং দেশী-বিদেশী ভিআইপি নারী অতিথি ও ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রশংসনীয় ভাবে পালন করেছে। ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলে নারী শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে এবং অপরাধী নারী সনাক্তকরণে নারী এপিবিএন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি মনে করি, সকলের সমন্বিত ও আন্তরিক উদ্যোগে আমাদের নারী পুলিশের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়ে, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আরও একধাপ এগিয়ে যাবো।

আমি নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান
মোঃ জিল্লুর রহমান

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী ইউনিট ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন ও আর্থ-সামাজিক সমতা বিধানকল্পে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নারী সমাজকে বৈষম্য ও বঞ্চনামুক্ত পরিবেশে মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি ধারাবাহিক প্রয়াস ছিল বাংলাদেশে প্রথম নারী পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠা। নারী পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গঠিত এ ব্যাটালিয়ন প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থাপনাগত নিরাপত্তা বিধানসহ তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব নিষ্ঠা, সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে ইতোমধ্যে সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি আশা করব এই ব্যাটালিয়ন পেশাগত নৈপুণ্য, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার স্বাক্ষর রেখে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং একই সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে আপামর নারী সমাজের জন্য একটি দীপ্তিময় আলোকবর্তিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

প্রথম বর্ষপূর্তির এই শুভলগ্নে আমি এ ব্যাটালিয়নের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। এ ক্রোড়পত্র প্রকাশনার সাথে জড়িত এ ব্যাটালিয়নে কর্মরত সকল স্তরের পুলিশ সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নারী ব্যাটালিয়ন হিসেবে একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন তাদের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে। এ উপলক্ষে আমি এ ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশে সাতজন নারী সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। তখন থেকেই পুরুষ সহকর্মীগণের পাশে সমান দক্ষতার সাথে কাজ করে গেলেও নারী সদস্যগণের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার নারী পুলিশ সদস্যগণের দক্ষতা ও সক্ষমতার যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক পুলিশ বাহিনীতে তাঁদের কর্মকান্ড অধিকতর বেগবান করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ নারী ব্যাটালিয়ন হিসেবে একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা তারই একটি অংশ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অন্যান্য ইউনিটের পাশাপাশি দায়িত্বপালন বিশেষ করে ভিআইপি, ভিভিআইপিগণের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধান, রাজপথে নারী নেত্রীগণের নিরাপত্তা বিধান, নারী ভিকটিমকে সহায়তা প্রদান এবং নারী অপরাধীসহ পারিবারিক সংঘাত মোকাবেলা করার জন্য এ বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে এ নারী ব্যাটালিয়ন তাদের সফলতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে তাদের সফলতার এ ধারা আরও বেগবান হবে।

আমি এ ইউনিটের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সিনিয়র সচিব

নারী ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রায় ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। অচলায়তনের অর্গল ভেঙ্গে উন্নয়নশীল এ রাষ্ট্রের জনসংখ্যার এই অর্ধাংশকে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রগতির পথে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন সম্ভবপর নয়। সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ ও নারীর প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল পুলিশ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ পুলিশে নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ০৭ জন নারী সাব-ইন্সপেক্টর এবং ০৭ জন নারী কনষ্টেবল নিয়োগ প্রদান করে বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের অংশগ্রহণের যে দুয়ার উন্মোচন করেছিলেন আজ সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,০০০ অতিক্রম করেছে। নারী ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ ক্রমান্বয়ে নিজেদের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিটে নারী সদস্যগণ কাজ করে আসছে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে। কেবলমাত্র আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নই ছিল ব্যতিক্রম। ১০ টি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর প্রায় ৮,০০০ সদস্যের সকলেই ছিলেন পুরুষ। কঠোর নিয়ম-শৃংখলা ও পরিশ্রমের বিশেষত্বে ভাস্বর এই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে বিগত ২১ জুন ২০১১ খ্রিঃ তারিখে শুধুমাত্র নারী পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভূক্তি বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পুলিশের সকল ইউনিটের পাশাপাশি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নও সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে নারী ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে।

পটভূমি ঃ

আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও আইন শৃংখলা রক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবল সুষমীকরণে পুলিশ বিভাগে আরো অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। দেশী-বিদেশী নারী ভিভিআইপি, ভিআইপিদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধান, রাজপথে সক্রিয় নারী নেত্রী-কর্মীদের ব্যবস্থাপনা, দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি পোশাকশিল্পে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৭০% নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রায়শই ছড়িয়ে পড়া আন্দোলন মোকাবেলা এবং নারী অপরাধীদের সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এই নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়।

সাংগঠনিক বিন্যাস ঃ

নারী পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গঠিত ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ জন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কমান্ডার, ০২ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ডেপুটি কমান্ডার, ০৬ জন সিনিয়র এএসপি, ২০ জন এএসপি, ০১ জন মেডিক্যাল অফিসার, ২৪ জন ইন্সপেক্টর, ৪০ জন এসআই, ৫০ জন এএসআই/হেড কনষ্টেবল, ২৫ জন নায়েক, ০৫ জন সিভিল ষ্টাফ এবং ২০০ জন কনষ্টেবল এর পদসহ মোট ৩৭১ টি পদের সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্তির মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে নারী পুলিশ সদস্যদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮৯ টি পদ বৃদ্ধিপূর্বক সর্বমোট ৮৬০ জন জনবল সমৃদ্ধ নারী ব্যাটালিয়ন সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লক্ষ্য ও কর্মপরিধি ঃ

জনসাধারনের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় নারীবান্ধব পুলিশী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। নিরঙ্কুশভাবে নারীদের নিয়ে গঠিত এ ব্যাটালিয়ন নারী পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশের যথাযথ মান অর্জনপূর্বক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধ কর্ম এবং নারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ দমনে পুরুষ পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ যেখানে নেতিবাচক সংবেদনশীলতার জন্ম দিতে পারে সেখানে নারী পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব পালন অনেকটাই সহজসাধ্য। নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, যেমনঃ গণভবন, বিমানবন্দর, সচিবালয় এর নিরাপত্তা বিধান এবং তথায় নারী গমনাগমনকারীদের নিরাপত্তা তল্লাশী পরিচালনা, কূটনৈতিক এলাকার নিরাপত্তা, নারী অপরাধী ও রাজনৈতিক সমাবেশে নারী কর্মীদের নিয়ন্ত্রন, বে-আইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, নারী অপরাধী গ্রেফতার, নির্বাচনকালে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা তথা ভোটকেন্দ্রের শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন, আইন-শৃংখলা রক্ষায় অন্যান্য ইউনিটকে সহায়তা প্রদান সহ সরকার নির্দেশিত যে কোন শৃংখলা রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এই ব্যাটালিয়ন এর দায়িত্ব।

সাফল্য ঃ

বাংলাদেশের নারী সমাজের অর্জনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক প্রথম নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন তার প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর অতিবাহিত করেছে। এই ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালীন সময়ে নিরাপত্তা প্রদান করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। ১১ এপিবিএন এর সদস্যরা তাদের পুরুষ সহর্মীদের পাশাপাশি বিমান বন্দরে দেশী-বিদেশী যাত্রীদের নিরাপত্তা তল্লাশী পরিচালনা, চোরাচালান প্রতিরোধ, অনাকাঙ্খিত-অননুমোদিত ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ রোধ, যাত্রীদের লাগেজ কাটা/ চুরি প্রতিরোধ, সন্দেহজনক ব্যক্তি/যাত্রীর ডকুমেন্ট-লাগেজ তল্লাশী এবং সর্বপ্রকার যাত্রী হয়রানী বন্ধ করা সহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এই ব্যাটালিয়নের নারী পুলিশ সদস্যদের কর্তব্য নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্ব সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এই ইউনিট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব উইমেন পুলিশ (আইএডব্লিউপি) এর ওয়েব সাইটে এর কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম ঃ

" তুমি যে মানুষ, তুমি কি সেটা বিশ্বাস কর" তুমি কি জানো, পুরুষের সমকক্ষ কাজ তুমি করতে পার? তোমাকে বাদ দিয়ে এদেশ চলতে পারেনা"- নারী অগ্রগতির পথিকৃত বেগম রোকেয়া প্রায় একশ বছর আগে এদেশের নারী সমাজকে এভাবেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। এই উজ্জীবনী বাণী আমাদের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। এই ব্যাটালিয়নের নারী পুলিশ সদস্যগণ যেন পুরুষের সমান্তরালে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে এ লক্ষ্যে ১৭ জন সদস্যকে ভারী বেসিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণের মধ্যে বেতার, বাদক দল, অটো ইলেকট্রিসিটি, কম্পিউটার, নার্সিং, আন-আর্মড কমব্যাট সহ নানামুখী পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা ও ক্রীড়া-বিনোদনের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চার আয়োজন ও হ্যান্ডবল টিম গঠন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- দেশের জরুরী পরিস্থিতি তথা দুর্যোগপূর্ণ সময়ে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় এবং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
- Intelligence Collection এর মাধ্যমে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনের অবস্থান, কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে এতদসংক্রান্তে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশী-বিদেশী নারী যাত্রীদের নিরাপত্তা, চেকিং, তথ্য সেবা সহ অন্যান্য সেবা প্রদানপূর্বক ভবিষ্যতে বিমানবন্দরে সেবার মান আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ভবিষ্যতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী কন্টিনজেন্ট প্রেরণের পূর্বে এই ব্যাটালিয়ন হতে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারী পুলিশকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সর্বোপরি মাদকদ্রব্য পাচার ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালান প্রতিরোধ, ভেজাল ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত রোধসহ অন্যান্য যে কোন ধরনের বিশেষ অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এই ব্যাটালিয়নের অপারেশন স্কোয়াড ও বিশেষ স্কোয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সমাপিকা ঃ

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বাঙালী নারীদের রয়েছে অনন্য অবদান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তারামন বিবি, কাঁকন বিবি প্রমুখ নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্জন করেছেন বীর প্রতীক খেতাব। অন্তঃপুরবাস থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নিজ যোগ্যতাবলে আসীন হয়েছেন আমাদের দেশের নারীরা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি, সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি সহ সকল মহিয়সী নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এই ব্যাটালিয়নের নারী সদস্যদের চলার পথের অনুপ্রেরণা। দেশের প্রথম কোন নারী ইউনিটের প্রতিষ্ঠালগ্নে সূচনাদায়িত্ব পালন করতে পেরে অত্র ব্যাটালিয়নের প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছে। স্বতন্ত্র একটি ইউনিট পরিচালনার যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল এক বছর পূর্বে, তা যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি এই ইউনিটের জন্য নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় যানবাহন, যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থানের দ্বারা এর কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এই ব্যাটালিয়ন কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এর কর্মকান্ড আরো বেশী সম্প্রসারিত হবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যাটালিয়নের প্রতি সকলের সমর্থন অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা এর প্রতিটি সদস্যের। আপোষহীন পেশাদারিত্ব, সু-আচরণ ও নম্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অচিরেই এই ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশের নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের " দুর্গশিরে বিজয় কেতন" উড়াতে সক্ষম হবে। "জাগিয়ে দিবে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন," এ প্রত্যাশা আমাদের ব্যাটালিয়নের সকলের।

সালমা বেগম
অধিনায়ক (পুলিশ সুপার)
১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

এ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

বাণী

০৫ জুলাই ২০১২ খ্রিঃ ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনে আমি উক্ত ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশে বিদেশে নারী ভিআইপি, ভিভিআইপি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, নারী নেত্রীদের নিরাপত্তা এবং নারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২১ জুন ২০১১ খ্রিঃ ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের যাত্রা শুরু। এ ব্যাটালিয়ন সৃজন এর জন্য বর্তমান সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের নারী পুলিশ সদস্যরা জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (KPI), কূটনৈতিক এলাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহে নিরাপত্তা প্রদান, অপরাধ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পেশাদারিত্বের সংগে দায়িত্ব পালন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের নিকট বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারী পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ তথা বাংলাদেশ পুলিশে সার্বিক মান-উন্নয়নে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের এ ইউনিট মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। এর কর্ম পরিধি অন্যান্য ব্যাটালিয়নের ন্যায় একই ও অভিন্ন।

১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-কর্মসূচী ও এ ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যদের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(শেখ হিমায়েত হোসেন, পিপিএম)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪১৮
০২ জুলাই ২০১১

বাণী

নারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ পুলিশের সর্বপ্রথম ইউনিট ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ০৫ জুলাই ২০১২ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ পুলিশ ইউনিটের সকল সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে নারী উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধরাবাহিকতায় গত বছর নারী পুলিশের সদস্যদের নিয়ে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি পৃথক এপিবিএন ইউনিট গঠন করা হয়।

ফলে দেশী-বিদেশী নারী ভিআইপিসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নারীদের নিরাপত্তা প্রদান সহজতর হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানেও এ ইউনিট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি আশা করি, পেশাগত দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে এ ইউনিট নারীর নিরাপত্তা বিধান, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি নারী আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

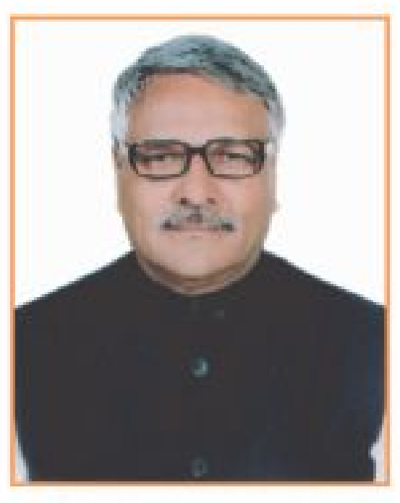

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু
প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন -বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী ইউনিট-এর ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি ব্যাটালিয়নের সবসদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম পুলিশ বাহিনীতে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অনিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেয়া হলেও ইতোপূর্বে মূলধারার পুলিশি কর্মকান্ডে নারী পুলিশ সদস্যগণের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ ও পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্যগণের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং তাদেরকে মূলধারার কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস চালায়। সে প্রয়াসেরই ফল পুলিশ বাহিনীতে অধিকসংখ্যক নারী অফিসার ও সদস্য নিয়োগ, পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী পুলিশের পদায়ন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নারী সদস্য প্রেরণ এবং সর্বশেষ প্রথম পূর্ণাঙ্গ নারী ব্যাটালিয়ন হিসেবে একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লজিষ্টিক্স, অবকাঠামোগত ও জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সফলতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সরকার এ ইউনিটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আশাকরি, আগামী দিনগুলোতে এ ইউনিটের সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে নিজেদের এবং সমগ্র পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গনেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

আমি এ ব্যাটালিয়নের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম স্বতন্ত্র নারী ব্যাটালিয়ন হিসেবে একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন যাত্রার এক বছর পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষে আমি এ ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বদলে যাওয়া বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতিতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত হয়েছে, পুলিশিং হয়েছে অধিকতর জটিল ও চ্যালেঞ্জিং। এ চ্যালেঞ্জিং পেশাতেও আমাদের নারী সদস্যগণের উত্তরোত্তর সাফল্য সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে।

তিনদশকেরও বেশী সময় পূর্বে পুলিশের বিশেষ শাখায় সাত জন নারী সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী পুলিশের যে অগ্রযাত্রা সূচিত করেছিলেন, বর্তমান সরকার নারী পুলিশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যাটালিয়ন গঠন করে সে যাত্রাকে বহুগুনে বেগবান করেছেন। নারী পুলিশের বিকাশ ও উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। আজ শুধু সমাজের অসহায়, অবহেলিত ও নির্যাতিত নারী-শিশুর কাছেই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট "পুলিশের পোশাক পরিহিত নারী" প্রগাঢ় আস্থা ও ভরসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অস্থির ও অশান্ত জনপদও আমাদের নারী পুলিশ সদস্যগণের জয়গানে মুখরিত হচ্ছে। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতেও সততা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নারী পুলিশ সদস্যগণ তাঁদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন।

আমি একাদশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি)

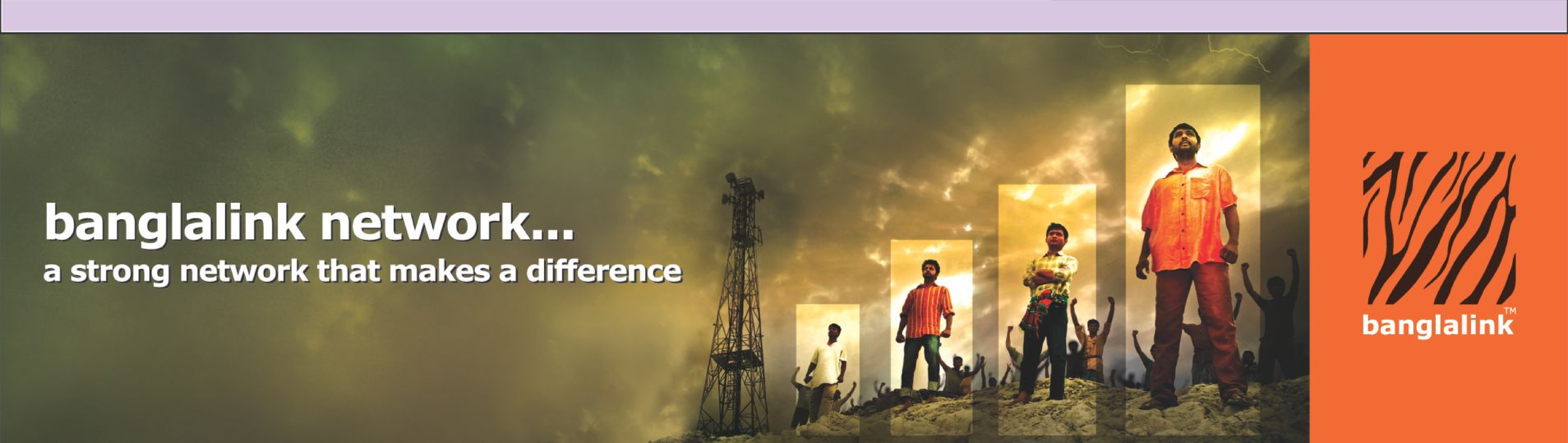
banglalink network...
a strong network that makes a difference
banglalink™